Blue Gold
উন্নয়নে পানি ব্যবস্থাপনা

ব্লু গোল্ড বার্তা

সংখ্যা ২: জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৫

তিল কালেকশন সেন্টার

ব্লু গোল্ড এর ব্যবসা উন্নয়ন কম্পোনেন্ট এর উদ্যোগে এবং স্থানীয় পানি ব্যবস্থাপনা দল, দেলুটি ইউনিয়ন পরিষদ ও ফুলবাড়ি বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সহায়তায় ২২ নম্বর পোল্ডারের ফুলবাড়ি বাজারে ১২ জুন একটি তিল বিক্রয়কেন্দ্র বা কালেকশন সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। কৃষকদের ন্যায্য দাম নিশ্চিত করতে বড় মাপের তিল ব্যবসায়ীর সাথে করা হয়েছে যোগাযোগ। এই তিল কালেকশান সেন্টারের জন্য সার্বিক সহযোগিতা করছে দেলুটি ইউনিয়ন পরিষদ।

খুলনা অঞ্চলের ২২ পোল্ডারের কৃষকেরা খরিপ ১ মৌসুমে (ফেব্রুয়ারি-জুন) প্রতিবছর তিলের চাষ করে থাকে। উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করতে কৃষকদের অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তিল বিক্রি করতে যেতে হয় ২০-২৫ কিলোমিটার দূরবর্তী বটিয়াঘাটা বাজারে। এতে করে পণ্য পরিবহনে অনেক টাকা খরচ করতে হয়। এছাড়াও এই বাজারে সনাতনী পদ্ধতিতে দাঁড়িপাল্লায় ওজন করায় প্রতিমণে ২-৩ কেজি ঠকানো হয়।

বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপনের আগেই বেশ কিছু বড় মাপের তিল ব্যবসায়ীর সাথে যোগাযোগ করা হয় যারা এই বিক্রয় কেন্দ্র থেকে বাজার দামের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তিল কিনতে সম্মত হন। সকল পক্ষের সম্মতিতে তিল পরিমাপ করতে ডিজিটাল ওজন মেশিনের ব্যবহারের সিদ্ধান্ত হয়।

ডিজিটাল ওজন মেশিন ব্যবহারের ফলে চাষিরা এখন সঠিক ওজন পাচ্ছে। এছাড়া যানবাহন এবং অন্যান্য আনুসঙ্গিক খরচ বাবদ প্রতি কৃষক প্রায় ৯০-১০০ টাকা সাশ্রয় করতে পারছে। কয়েকদিনের মধ্যে বাজারে ক্রেতাদের আনাগোনা বৃদ্ধি পেয়েছে। আশা করা যায় সামনের দিনগুলোতে তিল কালেকশন সেন্টারটি আরও জমজমাট হবে এবং ৯ ও ৩১ (আংশিক) পোল্ডার থেকেও বিক্রেতারা এখানে তিল বিক্রি করতে আসবেন। এই কালেকশন সেন্টারটি স্থানীয় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে কৃষকরা মনে করছেন।

জনগণই প্রথম

গাই জোন্স, টিম লিডার

জুলাই ২০১৫-এ আমি একটি সাফল্য বয়ে আনা দলের সাথে যোগ দিয়েছি যারা দু'বছরেরও বেশি সময় ব্লু গোল্ড প্রোগ্রামে কাজ করছে। তাই যে কোন পরিবর্তনের পরিকল্পনাই আমি করি না কেন তা হতে হবে যৌক্তিক। আমার বিবেচনায়, তাদের কথা শুনতে হবে যাদের জীবন-জীবিকা পানি নির্ভর, যেন তাদের প্রয়োজন ও চাহিদার সাথে আমরা আমাদের সেবার সমন্বয় করতে পারি। "ব্লু গোল্ড" শব্দটি আমরা ব্যবহার করি পানির সেই সমস্ত সম্ভাবনাকে চিহ্নিত করতে যা জীবনে কল্যাণকর পরিবর্তন আনবে।

আমি ব্লু গোল্ড এর উদ্দেশ্যকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আলোকপাত করতে চাই। ব্লু গোল্ড এর প্রধান উদ্দেশ্য হল, পোল্ডারের জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করা যারা নিয়ত লড়াই করছে বন্যার সাথে। তাদের সংগঠিত ও শক্তিশালী করতে হবে যাদের জন্য পানি হচ্ছে কৃষি, মৎস্য ও গবাদি প্রাণি পালনের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধির চালিকা শক্তি।

নতুন পোল্ডারে শুরুতেই আমার সহকর্মীরা জানাবে আপনাদের জন্য আমরা কি করতে পারি। এরপর তারা মাঠ জরীপ ও আপনাদের পরামর্শের ভিত্তিতে পোল্ডার উন্নয়ন পরিকল্পনার খসড়া তৈরি করবে। প্রস্তাবিত পরিকল্পনা নিয়ে আপনাদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করে আপনাদের পরামর্শের ভিত্তিতেই চূড়ান্ত করা হবে।

খুলনা এবং পটুয়াখালীর আঞ্চলিক সমন্বয়করা (আজিজুর রহমান ও মতিউর রহমান) বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন, কৃষিজ উৎপাদন ও ব্যবসায় সংগঠনে প্রশিক্ষণ এবং পানি সম্পদ অবকাঠামো নির্মাণের পরিকল্পনা ও নকশা করার সময় সমন্বিতভাবে যেন আপনাদের চাহিদার প্রতিফলন ঘটে এই ব্যাপারে তারা মাঠ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ টিমকে নিশ্চিত করবে।

কমিউনিটি অর্গানাইজারদের মাধ্যমে আপনাদের চাহিদা এবং আমাদের কাজের মূল্যায়ন সম্পর্কে মতামত জানানোর জন্য আমি সবিনয়ে অনুরোধ জানাচ্ছি।

পানি ব্যবস্থাপনা দলের উদ্যোগে খাল খনন

পানির প্রবাহ হারানো পক্ষিয়া খাল খননের উদ্যোগ গ্রহণ করে সফল হয়েছে পক্ষিয়া পানি ব্যবস্থাপনা দল। খালের তলদেশ ভরাট হয়ে যাওয়ায় দীর্ঘদিন পানির অভাবে কৃষকরা ফসল ফলাতে পারছিল না। পটুয়াখালী সদর উপজেলার ৪৩/২ডি পোল্ডারে পক্ষিয়া গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে এই খাল।

পক্ষিয়া পানি ব্যবস্থাপনা দল পক্ষিয়াবাসীর পক্ষে এই সমস্যার বিস্তারিত বিষয়গুলো জানিয়ে খাল খননের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কাছে আবেদন করেন। আবেদনের প্রেক্ষিতে ২০১৫ সালের এপ্রিল মাসে খালটির খনন সম্পন্ন হয়। সোনা শিকদারের ঘাট থেকে আবু তালেব মৃধার বাড়ি পর্যন্ত এবং শাখা খাল ব্রিজ থেকে শুরু করে নূর মোহাম্মদ প্যাদার বাড়ির নিকটবর্তী ব্রিজ পর্যন্ত ৩ কিলোমিটার খনন করা হয়। খনন কাজটি করেছে বিএডিসি এর সমন্বিত কৃষি উৎপাদন প্রকল্প। খনন করার পর খালটির বর্তমান গভীরতা ২.১৩ মিটার এবং প্রশস্ততা ৭.৯৩ মিটার। এরকম গভীর ও প্রশস্ত খালে পানি প্রবাহ কোন সমস্যা নয়। তাই এখন থেকে এলাকাবাসী খরা -মৌসুমসহ সারা বছর এই খালে পানি পাবে। ক্ষেতের ফসলে নিয়মিত পানি সেচ দিতে পারায় এলাকাবাসীর মুখে হাসি ফুটেছে।

ডাচ মন্ত্রীর পোল্ডার পরিদর্শন

ডাচ পরিবেশ মন্ত্রী মেলানি শুল্‌তয ভান হাগেন ও বাংলাদেশ সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ ১৭ জুন পটুয়াখালী জেলার পোল্ডার ৪৩/২এ-তে ব্লু গোল্ড কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এলসিএস এর মাটি কাটা কার্যক্রম সরেজমিনে দেখার পাশাপাশি মন্ত্রিদ্বয় ব্লু গোল্ড এর কৃষি ও ব্যবসা উন্নয়ন বিষয়ক বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন।

ব্লু গোল্ড বার্তা

এইচএলপি উপজেলা কর্মশালা

ব্লু গোল্ড ও ম্যাক্স ফাউন্ডেশন পারস্পরিক শিখন কর্মসূচি (এইচএলপি) এর সাথে যুক্ত হওয়ার পরে কর্ম এলাকায় এই প্রথমবারের মত এইচএলপি উপজেলা কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় এনআইএলজি এর পরিচালক, সদর উপজেলার ইউএনও ও এইচএলপি প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

৯ জুন ২০১৫ পটুয়াখালী সদরে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় জেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, নারী ও পুরুষ সদস্য, সচিব, পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের প্রতিনিধি ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালার শুরুতে পানি, স্যানিটেশন, সুশাসন ও পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ২২ টি ভালো শিখন চিহ্নিত করা হয়। পরে এই ভালো শিখনগুলো থেকে অংশগ্রহণকারীরা সরাসরি ভোটের মাধ্যমে ৭টি ভালো শিখন নির্বাচিত করেন যার মধ্যে ২টি পানি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত।

কর্মশালা শুরুর আগে তাদের এলাকার ভালো কাজের ব্যাপারে পরিষ্কার ধারণা ছিল না বলে জানান অংশগ্রহণকারীরা। ভালো কাজ চিহ্নিত হওয়ার পর এ সম্পর্কে তাদের ধারণা পরিষ্কার হয় এবং চিহ্নিত ভালো কাজগুলো দেখার জন্য অন্য ইউপি ও পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের প্রতিনিধিগণদের আহবান জানান। একইভাবে তারাও অন্যদের কাজ দেখার আগ্রহ প্রকাশ করেন। এই আগ্রহের ভিত্তিতে অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর ও পরবর্তী পদক্ষেপের কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করা হয়।

ব্লু গোল্ড কার্যক্রমের হালচিত্র
সেপ্টেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত

বিবরণ	সংখ্যা
ব্লু গোল্ড কার্যক্রম পরিচালিত পোল্ডার	১৪টি
সংগঠিত/সক্রিয় পানি ব্যবস্থাপনা দল (WMG)	২৮৫টি
সংগঠিত পানি ব্যবস্থাপনা দলে (WMG) অর্ন্তভূক্ত সদস্য	মোট ৬৫,০০১ (নারী ২৫৬১৪, পুরুষ ৩৯,৩৮৭)
নিবন্ধন প্রাপ্ত পানি ব্যবস্থাপনা দল (WMG)	২৪৮টি
সংগঠিত পানি ব্যবস্থাপনা অ্যাসোসিয়েশন (WMA)	২৩টি
সমাপ্ত কৃষক মাঠ স্কুল	কারিগরি সহায়তা টিম ২৬৪টি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ১৭০টি
প্রশিক্ষিত কৃষিসেবা দানকারী	কৃষি ২০, মৎস্য ১৬, প্রাণিসম্পদ ৪০
নির্বাচিত ভ্যালু চেইন	৩টি
বেড়ি বাঁধ নির্মাণ/সংস্কার	১০৯.৩৭ কিলোমিটার
স্লুইস গেইট নির্মাণ/সংস্কার	
খাল খনন/সংস্কার	২৩.৭৮ কিলোমিটার
প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্য	মোট ৪,৬৯৯ (নারী ১৫৮৩, পুরুষ ৩,১১৬)
এলসিএসের আওতাভুক্ত সদস্য	মোট ১৪,১৯৮ (নারী ৫,১৭৬, পুরুষ ৯,০২২)
পানি ব্যবস্থাপনা সংস্থার সাথে ইউনিয়ন পরিষদের সংযোগ স্থাপন	২৩টি ইউনিয়ন পরিষদ

সূত্র: মনিটরিং ও মূল্যায়ন সেল

উন্নত প্রযুক্তিতে তথ্য সংগ্রহ

ODK (Open Data Kit) বিনামূল্যে সবাই ব্যবহার করতে পারে এমন একটা উন্মুক্ত তথ্য সংগ্রহ প্রযুক্তি। বিশেষকরে, সমীক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এই প্রযুক্তির সহায়তায় তথ্য সংগ্রহের কাজ অত্যন্ত সহজ ও কম সময়ে নির্ভুল, ঝুঁকিহীন এবং কার্যকরভাবে সম্পাদন করা সম্ভব।

ODK এর এই বৈশিষ্ট্যসমূহ বিবেচনায় নিয়ে ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম ২০১৪ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত বেইজলাইন সমীক্ষা পরিচালনার জন্য মট ম্যাকডোনাল্ড এর সহায়তায় পরীক্ষামূলকভাবে ODK এর ব্যবহার শুরু করে। আর্থ-সামাজিক সমীক্ষার এই বিশাল এবং কষ্টসাধ্য কর্মযজ্ঞে নতুন তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগের ফলে পুরো কাজটি সহজ, আনন্দময় ও উপভোগ্য হয়ে ওঠে। নতুন তথ্য সংগ্রহকারীদের জন্য নতুন প্রযুক্তির সাথে সংযুক্ত হওয়া তাদের কর্মজীবনে বিশেষ তাৎপর্য বহন করবে বলে তথ্য সংগ্রহকারীরা জানান।

বেইজলাইন সমীক্ষার এই সফলতায় অনুপ্রাণিত হয়ে ব্লু গোল্ড তার সকল কম্পোনেন্টের বিভিন্ন কার্যক্রমে ODK ব্যবহার করতে শুরু করেছে। এ জন্য ব্লু গোল্ড ইতোমধ্যেই নিজস্ব সার্ভার প্রতিষ্ঠা করেছে। পরামর্শক, আঞ্চলিক ও মাঠ পর্যায়ের ব্যবস্থাপক এবং

তথ্য সংগ্রাহকদের জন্য শতাধিক ট্যাবলেট ক্রয় এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে নিজস্ব জনশক্তিকে উপযোগী করে তুলেছে। এখন তারা কর্ম এলাকার যে কোন অবস্থান থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সাথে সাথেই সার্ভারে পাঠাতে পারে। এর ফলে মুহূর্তের মধ্যেই যে কোন প্রান্ত থেকে প্রেরিত তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে।

হয়রানিমূলক আচরণ প্রতিরোধ নীতিমালা

কর্মক্ষেত্রে সবার কাজের অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করা ও বর্ণ, ধর্ম, বয়স, লিঙ্গ, নাগরিকত্ব এবং নৃতাত্ত্বিক মর্যাদাভেদে সম্মান ও মর্যাদা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্লু গোল্ড কার্যক্রম ২০১৪ সালের অক্টোবর মাসে হয়রানিমূলক আচরণ প্রতিরোধ নীতিমালা প্রণয়ন করে। যেখানে প্রতিটি সদস্যের জন্য সমান সুযোগ প্রদান এবং হয়রানি সহ সকল প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

এই নীতিমালায় হয়রানি বলতে কোন ব্যক্তির মানহানী ঘটায় এবং ভীতিকর ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করে এমন আচরণকে বুঝানো হয়েছে। যেমন, নেতিবাচক অভিমত ব্যক্ত করা ও অপবাদ দেওয়া, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করা, কোন ব্যক্তিকে ভয় দেখানো, বিদ্বেষপূর্ণ গুজব ছড়ানো, অবাস্তব বা মিথ্যা অভিযোগ করা, কারো সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য করা ইত্যাদি। জনসম্মুখে কারো সম্পর্কে মর্যাদা হানিকর মন্তব্য করা, ই-মেইল সহ লিখিত বা মৌখিকভাবে অপমানিত করা বা ভয় দেখানো, যৌন হয়রানি সহ মৌখিকভাবে কোন অশ্লীলতা প্রদর্শন করাও এই নীতিমালার অর্ন্তভূক্ত।

কেউ যদি হয়রানিমূলক আচরণ করে তবে ভুক্তভোগী উত্তক্তকারীকে এই ধরণের আচরণ করা থেকে বিরত থাকতে বলবেন। যদি হয়রানি বন্ধ না হয় তাহলে হয়রানির শিকার হওয়া ব্যক্তি অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে (তার পদবী যাই থাকুক না কেন) ব্লু গোল্ড হয়রানিমূলক আচরণ প্রতিরোধ কমিটির যে কোন সদস্যকে বিষয়টি জানাবেন। যদি ভুক্তভোগী মনে করেন তার অভিযোগ ঠিকভাবে আমলে নেওয়া হচ্ছে না, তাহলে সে অবশ্যই ব্লু গোল্ড টিম লিডারকে অভিযোগ সম্পর্কে অবহিত করবেন।

হয়রানিমূলক কর্মকান্ডের সাথে কোন ব্যক্তির সম্পৃক্ততা পাওয়া গেলে তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরণের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা যেমন, মৌখিক বা লিখিত সতর্কতা, তিরস্কার, বেতন কর্তন, সাময়িকভাবে বরখাস্ত, পদাবনতি সহ চাকরিচ্যুতির সিদ্ধান্তও নেওয়া হতে পারে। তবে যদি হয়রানির অভিযোগটি মিথ্যা বা উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয় তাহলে অভিযোগকারীকেও বিভিন্ন মাত্রার শাস্তি ভোগ করতে হবে।

ব্লু গোল্ড বার্তা

Blue Gold
উন্নয়নে পানি ব্যবস্থাপনা

অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১৪

১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় প্রজ্ঞাপিত অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১৪ তে তিন স্তর বিশিষ্ট (দল, অ্যাসোসিয়েশন ও ফেডারেশন) পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন গঠনের ক্ষেত্রে কিছু নতুন দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, যার উল্লেখযোগ্য দিকগুলো নিম্নরূপ:

- পানি ব্যবস্থাপনা দলের সীমানাভূক্ত এলাকায় মোট খানার কমপক্ষে ৫৫ ভাগ পরিবার সদস্য হিসাবে অর্ন্তভূক্তির মাধ্যমে পানি ব্যবস্থাপনা দল গঠন এবং মোট সদস্যের কমপক্ষে ৩০ ভাগ নারী সদস্য থাকা আবশ্যক।
- নিবন্ধনের জন্য দল কর্তৃক আবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিবন্ধন কর্মকর্তা নিবন্ধন সনদ প্রদান করবেন।
- অ্যাসোসিয়েশনের সীমানাভূক্ত এলাকায় প্রতিটি দলের ব্যবস্থাপনা পরিষদ কর্তৃক মনোনীত অনধিক ৪ সদস্য প্রতিনিধি নিয়ে পানি ব্যবস্থাপনা অ্যাসোসিয়েশন গঠন করতে হবে। উক্ত ৪ সদস্য প্রতিনিধির মধ্যে অন্তত একজন নারী প্রতিনিধি থাকা আব্যশক।
- সঞ্চয় ও শেয়ার সংগ্রহের কথা সরাসরি না থাকলেও নগদ অর্থ গ্রহণ ও জমা প্রদানের কথা বলা হয়েছে। সংগৃহীত ও ব্যয়িত অর্থের হিসাবরক্ষণ এবং নিরীক্ষণ আবশ্যক।
- অবকাঠামো মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় নির্ধারণ এবং কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের নিকট থেকে তহবিল সংগ্রহ এবং স্বেচ্ছাশ্রমের ব্যবস্থা করতে হবে।
- প্রকল্প টেকসই করার লক্ষ্যে বোর্ড কর্তৃক হস্তান্তরিত পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামোসমূহের নিয়মিত পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় নির্বাহের জন্য বাঁধ, বরোপিট, জলাধার, খাল ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট সংগঠনের অনুকূলে ইজারা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে।
- বাঁধের ঢালে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ এবং প্রকল্প এলাকায় মৎস্য চাষ উন্নয়নের সম্ভাবনা অনুসন্ধান।
- সংগঠনসমূহ প্রয়োজনে এখতিয়ারভূক্ত এলাকায় মৎস্য, কৃষি ও বৃক্ষরোপণসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ক্ষেত্রে এক বা একাধিক সাবকমিটি গঠন করতে পারবে।
- দলের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যগণ এবং অ্যাসোসিয়েশনের ক্ষেত্রে ইউপি চেয়ারম্যান উপদেষ্টা হিসাবে অর্ন্তভূক্ত হবেন।
- প্রকল্প এলাকায় দারিদ্র নিরসন ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ভূমিহীন নারী-পুরুষদের নিয়ে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল গঠন করা যাবে। চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দলের সঙ্গে পানি উন্নয়ন বোর্ডের সরাসরি যোগাযোগ না থাকলেও কাজ বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী ও পানি ব্যবস্থাপনা দলের মধ্যে একটি চুক্তি এবং দল ও চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দলের মধ্যে অপর একটি চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। সংশ্লিষ্ট পানি ব্যবস্থাপনা দল কাজ থেকে প্রাপ্ত বিলের সর্বোচ্চ ৫ ভাগ সার্ভিস চার্জ দলের তহবিলে রেখে অবশিষ্ট অর্থ চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দলকে প্রদান করবে।

কোমেনে ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ মেরামত

সাইক্লোন কোমেনের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ব্লু গোল্ডের কয়েকটি পোল্ডার। সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে পোল্ডার ২৯। চাঁদগর, আঁকরা, বাহির আঁকরা, সুন্দরমহল পূর্ব, সুন্দরমহল পশ্চিম এবং কোদলা মঠবাড়ি পানি বাবস্থাপনা দল বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভেঙে গেছে বসত বাড়ি, ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে চিংড়ির ঘের এবং ভেঙ্গে গেছে চলাচলের রাস্তা। এছাড়া এ বছর ব্লু গোল্ড প্রোগ্রামের মাধ্যমে নির্মিত চাঁদগর এলাকায় রিটায়ার্ড বাঁধ সম্পূর্ণ ভেঙ্গে গেছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ব্লু গোল্ড, উপজেলা ও জেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ এবং আশ্রয়ন ফাউন্ডেশন এর সমন্বিত উদ্যোগে বাঁশ, সিনথেটিক ব্যাগ ও খড় দিয়ে অস্থায়ীভাবে রিটায়ার্ড বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। পোল্ডারের সাধারণ জনগণ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে এই পুনর্বাসন কাজে।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের কাজের পরিকল্পনা

২০১৫-১৬ অর্থবছরে ব্লু গোল্ড ১৪টি পোল্ডারে পুনর্বাসন কাজের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এছাড়াও ২০১৪-১৫ বছরের কিছু অসমাপ্ত কাজ এ বছরে শেষ করা হবে। ২০১৫-১৬ বছরের কাজের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হল।

কাজের ধরণ		দৈর্ঘ্য/সংখ্যা
বাঁধ মেরামত করা		৬৬ কি.মি.
রিটায়ার্ড বাঁধ মেরামত করা		৬ কি.মি.
খাল পুনঃখনন কাজ		১৯৫ কি.মি.
		৯৭টি
মেরামত কাজ	স্লুইস	৭৯টি
	আউটলেট	১৮টি
	ইনলেট	১৯৫টি
নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ কাজ	স্লুইস	১৮টি
	ইনলেট	১৩টি
	আউটলেট	২১টি

উন্নয়ন ভাবনা

রাবিতা মন্ডল
কমিউনিটি অর্গানাইজার
পোল্ডার: ২২

একজন উন্নয়ন কর্মী হিসাবে আমি মনে করি, উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক ও সমন্বিত প্রক্রিয়া যার সাফল্য নির্ভর করে ঐ এলাকার স্থানীয় সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার উপর। বিশেষ করে, যারা পানি সম্পদ ব্যবহারকারী তাদের সচেতনভাবে সরাসরি পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করা জরুরী। টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য নিম্নের উদ্যোগগুলো নেওয়া যেতে পারে:

- সমাজের সকল স্তরের জনগণকে উন্নয়নমূলক কাজে সম্পৃক্ত করা। বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে নারীরা যেন সক্রিয়ভাবে উন্নয়ন কাজে অংশগ্রহণ করে।
- জনমুখী কার্যক্রমের মাধ্যমে স্থানীয় সংগঠন শক্তিশালীকরণ।
- উন্নয়ন সম্পৃক্ত সকল অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণে স্থানীয় জনগণের মালিকানা বোধ সৃষ্টি করা।
- সমন্বিত জীবন ও জীবিকায়ন কর্মসূচি হাতে নেওয়া ও বাস্তবায়ন করা।
- বিভিন্ন ক্রসকাটিং বিষয় যেমন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জেন্ডার, মানবাধিকার, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও স্যানিটেশন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা।
- প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা ও স্থানীয় সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার ও তার পুনরুৎপাদনে কার্যকরী সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

উন্নয়ন কার্যক্রমে আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমি বিশেষভাবে জোর দেব সকল স্তরে স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ, যা টেকসই উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে।

জীবিকা উন্নয়ন গবেষণা

ব্লু গোল্ড এর আর্থিক সহায়তায় স্থানীয় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা নাইস ফাউন্ডেশন খুলনার বটিয়াঘাটায় (পোল্ডার ৩০) স্বাস্থ্যসম্মতভাবে শুকর পালনের মাধ্যমে জীবিকার উন্নয়ন শীর্ষক ৯ মাসের গবেষণা শুরু করেছে। গবেষণাটি বাস্তবায়িত হচ্ছে কৃষক মাঠ স্কুল এবং শুকরের বিভিন্ন উন্নত জাত পালন ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে। ব্লু গোল্ড কৃষক মাঠ স্কুলের জন্য পাঠ্যক্রম প্রণয়ন, প্রশিক্ষণ এবং কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করছে।

Blue Gold
উন্নয়নে পানি ব্যবস্থাপনা

ব্লু গোল্ড বার্তা

সৌর শক্তিচালিত পানি বিশুদ্ধকরণ প্যানেল

২২ নম্বর পোল্ডারের জনগণের খাবার পানির সমস্যা সমাধানের জন্য ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে অস্ট্রেলিয়ায় তৈরি দুইটি পানি বিশুদ্ধকরণ সৌর প্যানেল স্থাপন করেছে। দেলুটি ইউনিয়ন পরিষদ ও বাপাউবো রেস্ট হাউস সংলগ্ন স্থানে স্থাপন করা হয়েছে প্যানেল দুইটি।

লবণাক্ততার কারণে এই পোল্ডারের মানুষদের নিরাপদ খাবার পানির খুবই অভাব। তারা অনেক দূরে পোল্ডার ৩০ এর গাওগারা এলাকা থেকে খাবার পানি ক্রয় করে। এই অসুবিধার কথা বিবেচনা করেই প্যানেল দুইটি বসানো হয়েছে।

এই প্যানেল দিয়ে খাল, নদী ও পুকুরের পানি এমনকি আর্সেনিক এবং লোহাযুক্ত পানিও সম্পূর্ণ নিরাপদ ও বিশুদ্ধ করা যায়। এই পানি বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতি শুধুমাত্র সুর্যের আলো ব্যবহার করে বাষ্পীভবন ও ঘনীভবন প্রক্রিয়ায় পানি বিশুদ্ধ করে। এর জন্য কোন জটিল যন্ত্র, রাসায়নিক পদার্থ, গ্যাস ও বিদ্যুতের প্রয়োজন হয় না।

প্যানলেটি যে কোন জায়গায় খুব সহজে স্থাপন করা যায় এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোন টাকা খরচ করতে হয় না। প্রতিটি প্যানেল বসাতে খরচ পড়বে ৩০ থেকে ৩৫ হাজার টাকা। উৎপাদনকারী কর্তৃপক্ষের মতে, এর কার্যকাল প্রায় ২০ বছর। ঝকঝকে রোদ থাকলে একটা প্যানেল গড়ে ১৪-১৮ লিটার পানি বিশুদ্ধ করতে পারে। মেঘলা দিনে বিশুদ্ধ করে গড়ে ৮-১২ লিটার পানি। একটানা বৃষ্টি হলে এই প্যানেল কাজ করতে পারে না। তবে ঐ সময় এর মাধ্যমে বৃষ্টির পানি সংগ্রহ করা যায়। এই প্যানেল ৪ থেকে ৬ সদস্যের একটি পরিবারের প্রতিদিনের খাবার পানির চাহিদা মেটাতে পারে। ইতোমধ্যে অনেকেই এই প্যানেল ক্রয়ের আগ্রহ প্রকাশ করেছে। প্যানেল সরবরাহকারী সংস্থার মোবাইল নং-০১৭৮৫-৫৮৮৫৫২।

আন্তঃ পোল্ডার এইচএলপির অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর

১৮-১৯ আগষ্ট পারস্পরিক শিখন কর্মসূচি (এইচএলপি) এর সহায়তায় ব্লু গোল্ড কর্তৃক পটুয়াখালী সদর উপজেলায় অবস্থিত ৪৩/২এ এবং ৪৩/২ডি পোল্ডারের মধ্যে ভালো কাজের অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর অনুষ্ঠিত হয়। সফরে অংশগ্রহণ করেন ইউপি চেয়ারম্যান, নারী ও পুরুষ সদস্য এবং পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের প্রতিনিধিগণ। আউলিয়াপুর, জৈনকাঠি, মাদারবুনিয়া ইউপি ও ৪৩/২ডি পোল্ডার পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের প্রতিনিধিগণ ১৮ আগষ্ট ৪৩/২এ পোল্ডার ছোটবিঘাই ইউনিয়ন পরিষদ এলাকা সফর করেন। একইভাবে ১৯ আগষ্ট ৪৩/২এ পোল্ডার ছোটবিঘাই ইউনিয়ন পরিষদ ও পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের প্রতিনিধিগণ ৪৩/২ডি পোল্ডার আউলিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদ এলাকা সফর করেন।

প্রতিনিধিগণ এইচএলপি এর (প্রশংসা, সংযোগ স্থাপন এবং ভালো শিখন রূপায়ন) অনুসরণ করে পানি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত ভালো কাজ সম্পর্কে মতবিনিময় ও বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ভালো শিখনগুলোর মধ্যে রয়েছে বাঁধ এবং অন্যান্য স্থাপনা মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, খাল/ড্রেন খনন, কালভার্ট নির্মাণ, জরুরী সংরক্ষণ, বাঁধ সংস্কার ও খাল খননের জন্য প্রয়োজনীয় জমি প্রাপ্তি নিশ্চিত করা, খালের কচুরিপানা পরিষ্কার, বাঁধের অসমাপ্ত অংশ পূর্ণ করা, বিরোধ মিমাংসা ইত্যাদি। সফরের শেষ পর্যায়ে তারা নিজ এলাকায় ভালো কাজ রূপায়নের জন্য একটি কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করেন।

অংশগ্রহণকারীগণ এইচএলপির প্রশংসনীয় দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে দেখা এবং পরস্পরের ভালো কাজ শিখে স্থানীয় সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে প্রয়োজন মাফিক বাস্তবায়ন করার পদ্ধতিটি খুব পছন্দ করেছেন। পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন, ইউপি ও অন্যান্য সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ে অনুরূপ সফর ও মতবিনিময় আয়োজন অব্যাহত রাখার ব্যাপারে তারা অনুরোধ করেন।

হাজলে ডিম ফোটানোর সুবিধা

হাজল হল মুরগি ওমে বসানোর মাটির পাত্র

ভিতরে বেশী জায়গা থাকায় ডিমে তা দেওয়া ও ডিম ঘুরানো সহজ হয়। ফলে ডিম ফোটার হার বাড়ে

খাদ্য ও পানির ব্যবস্থা থাকায় ওমে বসা অবস্থায় মুরগি প্রয়োজন মত খেতে পারে ফলে মুরগির ওজন কমে না এবং পরবর্তীতে তাড়াতাড়ি ডিম পাড়ে

মুরগির উৎপাদন বাড়াতে সাহায্য করে

প্রকাশক: ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম কারিগরি সহায়তা টিম ॥ নির্বাহী সম্পাদক: আনিস পারভেজ ॥ সম্পাদক: তারেক মাহমুদ ॥
সম্পাদনা পরিষদ: মো. আওলাদ হোসেন, সুমনা রানী দাশ, প্রতীতি মাসুদ ॥
সংবাদ সহায়তায়: শওকত আরা বেগম, সোহরাব হোসেন, শীতল কৃষ্ণ দাস, প্রিয়দর্শিনী অভি, ফারজানা রহমান মৌরী, ফেরদৌস হাসনাইন ইভান, ডা. মুনীর আহমেদ, নুরুর রহমান, কাবিল হোসেন ॥

যোগাযোগ: নির্বাহী সম্পাদক, ব্লু গোল্ড বার্তা। ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম, করিম মঞ্জিল, বাড়ি ১৯, সড়ক ১১৮, গুলশান, ঢাকা ১২১২
ফোন ৯৮৯৪৫৫৩ info@bluegoldbd.org ▪ bluegoldbd.org ▪ www.facebook.com/bluegoldprogram